মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের নির্বাচন স্থগিত

তফসিলে নির্ধারিত দিনে কোন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ না করায় মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে।গতকাল মঙ্গলবার মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ নির্বাচন কমিশন এ নির্বাচন স্থগিত করে।

স্থগিতাদেশে বলা হয়েছে, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত দিন মনোনয়ন পত্র বিক্রয় না হওয়ায় তফসিলের অন্যান্য কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আগামী ১০ মে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিন ধার্য ছিলো। তফসিল অনুযায়ি ২৫ এপ্রিল খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয় ২৭ এপ্রিল। গতকাল ২৮ এপ্রিল ছিলো মনোনয়নপত্র বিক্রয়।

আজ ২৯ এপ্রিল ছিলো মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিন। ২ মে ছিলো খসড়া প্রার্থী তালিকা ও ৫ মে ছিলো চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ।

এদিকে, এনপিবি নিউজ ও বাংলা ট্রিবিউনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করণের সদস্য পদ ফিরিয়ে না দেওয়ায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে আইনগত নোটিশ পাঠিয়েছেন তিনি।
আবু আক্তার করণের আইনজীবী সেলিম রেজা কল্লোল প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ৩দিনের মধ্যে সদস্যপদ পুন:বহাল করার জন্য বলা হয়েছে। অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আইনগত নোটিশে জানানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ জেলা বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের পাতানো নির্বাচন বাতিলের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছে শ্রমিকদের একাংশ।

বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকালে ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে সাধারণ শ্রমিকদের ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবী করা হয়। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শ্রমিক নেতা আমির ফয়সাল মহাব্বত।

শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, আগামী ২৫ এপ্রিল সংগঠনটির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু নির্বাচন হওয়ার আগে থেকে নানা অনিয়ম করা হচ্ছে। প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র একটি পদে কিনলেও তা কাটা-ছেড়া করে অন্য পদে জমা দিয়েছে কিছু শ্রমিক নেতা। ইলেকশন হলেও সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ৪ টি পদে পছন্দের শ্রমিকদের সিলেকশন করা হয়েছে।

মহব্বত অভিযোগ করে বলেন, আমি কার্যকরী সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র কিনেছিলাম। টাকা জমা দিয়েছিলাম ১৬ হাজার ৪০০ টাকা। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর আমারটা পদ কেটে সহ-সভাপতি পদে জমা দেওয়া হয়েছে। যেটা সম্পুর্ণ বেআইনি।

হানিফ খাঁন নামের এক শ্রমিক অভিযোগ করেন, আমি মনোনয়নপত্র কিনেছিলাম যুগ্ম সম্পাদক পদে। সেই অনুযায়ী নির্ধারিত টাকাও জমা দিয়েছি। কিন্তু আমার সেই পদ কেটে দেওয়া হয়েছে সহ-সাধারণ সম্পাদক। ৪ জনকে সিলেকশন করার জন্য কিছু শ্রমিক নেতা এই অনিয়ম করেছে। পাতানো নির্বাচনের অভিযোগ এনে শ্রমিকরা এই তফসীল বাতিল করে পুনরায় তফসীল ঘোষণা করে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবী জানান। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে নির্বাচন বাতিল করা না হলে সড়ক অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচীর ঘোষণা দেন তারা।

এ ব্যাপারে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সহকারী নির্বাচন কমিশনার রোকনুজ্জামান রানু বলেন, কিছু শ্রমিক যে অভিযোগ করেছেন তার

সত্যতা নেই। তারা নিজেরাই স্বাক্ষর করে নিজ নিজ পদে ফরম সংগ্রহ করেছেন।

আর সিলেকশনের ব্যাপারে তিনি বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা সরে যাওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কিছু পদে ভোট হচ্ছে না। বাকি পদগুলোতে সঠিক নিয়মেই নির্বাচন হবে। নিয়মের বাইরে কিছু করার সুযোগ নেই।

মেহেরপুরে জামানত হারিয়েছেন ৩ প্রার্থী

মেহেরপুরের দুটি আসনের জাতীয় পার্টির ২ জন ও সিপিবির এক প্রার্থীসহ ৩ জন জামানত হারিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনের বিধান অনুযায়ী, ‘কোনো সংসদীয় আসনে সংগৃহীত বৈধ ভোটের আট ভাগের এক ভাগ বা কমপক্ষে সাড়ে ১২ শতাংশ ভোট অর্জন করতে না পারলে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। সে অনুযায়ী প্রাপ্ত ফলাফলে এসব প্রার্থী নির্ধারিত সীমার নিচে ভোট পাওয়ায় তাদের জামানত হারিয়েছেন।’

মেহেরপুর-১ আসনে মোট বৈধ ভোট পড়েছে ২ লাখ ২৮ হাজার ৪১৯টি। এ আসনের জাতীয় পার্টির প্রাথী আব্দুল হামিদ ও সিপিবি প্রার্থী অ্যাড. মিজানুর রহমান জামানত হারিয়েছেন। আব্দুল হামিদ লাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছেন ১ হাজার ৩৯০ ভোট এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) প্রার্থী অ্যাড. মিজানুর রহমান কাস্তে প্রতীকে পেয়েছেন ৭৮১ ভোট। যা বৈধ ভোটের সাড়ে ১২ শতাংশের কম।

মেহেরপুর-২ আসনে মোট বৈধ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৮৪ হাজার ১১৯টি। এ আসেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকি জামানত হারিয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ১৮২৫। যা মোট বৈধ ভোটের সাড়ে ১২ শতাংশের কম।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে প্রত্যেক প্রার্থীকে ৫০ হাজার টাকা করে

জামানত জমা দিতে হয়। কোনো প্রার্থী মোট ভোটের আট ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সাড়ে ১২ শতাংশ ভোট না পেলে সেই জামানত রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হয়।

আলমডাঙ্গায় নির্বাচনী পরবর্তী সহিংসতা রোধে নবনির্বাচিত এমপির প্রেসব্রিফিং

আলমডাঙ্গায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা রোধে নবনির্বাচিত এমপি প্রেস ব্রিফিং করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা ও প্রেস ব্রিফিং করেছেন।

শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টার সময় আলমডাঙ্গা পৌর জামায়াতের কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আমির প্রভাষক শফিউল আলম বকুল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নির্বাচন বিভাগের পরিচালক শেখ নূর মোহাম্মদ হোসেন টিপু।সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর আমির মাহের আলী, উপজেলা সেক্রেটারি মামুন রেজা, পৌর সেক্রেটারি মুসলিম উদ্দিন এবং উপজেলা সহকারী সেক্রেটারি তরিকুল ইসলামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী। উক্ত মতবিনিময় সভায় নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন” চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা আমাকে তাদের সেবক হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এই বিজয় আমার একার নয়—এটি সাধারণ জনগণের বিজয়।দল মত নির্বেশেষে সকলেকে সাথে নিয়ে দেশের অগ্রযাত্রায় অংশীদার হতে চাই।

নির্বাচন পরবর্তী যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে তা রোধ করতে প্রতিপক্ষ বন্ধুদের উদ্বাস্তু আহব্বান জানাচ্ছি। আমরা কোন প্রকার সংঘাত,

সহিংসতা চাই না।আমাদের এই জনপদের শুখে শান্তিতে স্বাধীন ভাবে বসবাস করুন এটাই আমাদের সকলের কাম্য হোক।
আপনারা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করবেন—এটাই আমার প্রত্যাশা।

সেই সাথে বিরোধী রাজনৈতিক মতের সকল বন্ধুদের সহযোগিতা কামনা করছি। সহিংসতার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে আমরা ঐক্য, সম্প্রীতি ও উন্নয়নের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

”তিনি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনকে একটি শক্তিশালী, আধুনিক ও দুর্নীতিমুক্ত জনপদ হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধিতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের মাধ্যমে সকলের উদ্দেশ্যে বলেন সহিংসতা নয়,আমরা সকলেই ভাই ভাই।তাই সহিংসতা পরিহার করে সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনে এগিয়ে আসি।

সেই সাথে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতায় কামনা করেন। এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দামুড়হুদায় নির্বাচন পরবর্তী উত্তেজনা, কয়েকটি গ্রামে ভাঙচুর হুমকি

গত বৃহস্পতিবার সারা দেশে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নসহ কয়েকটি গ্রামে উত্তেজনা ও সহিংসতার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীর বিজয়ের পর কিছু উচ্ছৃঙ্খল কর্মী-সমর্থক বিজয় মিছিলের আড়ালে বিভিন্ন স্থানে তাণ্ডব চালায়।

অভিযোগ অনুযায়ী, জামায়াতের লোকজন ডুগডুগি, তারিনিপুর, ছোট দুধপাতিলা ও বড় দুধপাতিলা গ্রামসহ কয়েকটি পাড়া-মহল্লায় গালাগালি, হুমকি-ধামকি ও ছোট খাটো ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। বড় দুধপাতিলায় একটি পানের বরজে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

তারিনিপুর গ্রামের স্থানীয়রা বলেন, মিরাজুল ইসলাম এর ছেলে মমিনুল হক, ঠান্ডুর ছেলে স্বপন, তোয়াক্কেল এর ছেলে হাফিজুল ইসলাম, লতিফ এর ছেলে রিয়ন ও ফজলুর ছেলে আশরাফুল সহ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা ৫০-১০০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসী। তারা বলেন, হাউলী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড তারিনিপুর গ্রামে একটি বিএনপির দলীয় অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিয়েছে।

কিছু স্থানীয় ব্যক্তি দাবি করেন, নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কিছু সদস্যরা এখন নব্য জামায়াত, তাদের পুরোনো কর্মীদের সমন্বয়ে জামায়াতের ইঙ্গিতে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে।

এদিকে ছোট দুধপাতিলা গ্রামের স্থানীয় মহিলারা জানান, বিজয় মিছিলের নামে জামায়াতের কর্মী সমর্থকরা খুবই নেক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা আমাদের হুমকি-ধামকি দিয়েছে ঘরবাড়ি ভাঙচুর করতে গিয়েছে বাড়ির মহিলাদের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছে গালাগালি করেছে। ঘরের ইট খুলে নিয়ে যেতে চেয়েছে।

একজন বৃদ্ধ নারী বলেন, জামায়াতের লোকজন এমন করবে আমার জানাছিলোনা, এই পাড়ার পুরুষ মানুষ কোথায় ভোট দিয়েছে জানিনা, তবে আমি এটা জানি মহিলারা সব দাঁড়ি পাল্লায় ভোট দিয়েছে, বাড়ির মহিলাদের ভোটে জিতে আবার আমাদের ঘরবাড়িই ভাংতে এসেছে। এটা আমরা কখনো মেনে নেবোনা। ভোটকি প্রকাশ্যে দেওয়ার জিনিস, এটা গোপনে হয়। এরপরেও এমন করলে নতুন এমপি রুহুল আমীন এর কাছে অভিযোগ করবো, যে আমাদের শান্তি নষ্ট করছে।

এদিকে ডুগডুগি বাজারে ‘আরিফ মেডিকেল’ নামের একটি ওষুধের দোকান বন্ধ থাকায় দোকানের শাটারে জোরে জোরে আঘাত করলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এসময় নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। অনেক পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় রাত কাটিয়েছেন বলেও জানা যায়। একাধিক এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ধর্মীয় আদর্শের কথা বলা কোনো দলের কর্মীদের কাছ থেকে এমন আচরণ আমরা প্রত্যাশা করি না।

তবে এ ঘটনায় জামায়াতের কর্মী-সমর্থকরাও পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন।

তাদের দাবি, বিএনপির লোকজন ইচ্ছাকৃতভাবে পায়ে পা লাগিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। কোনো দলীয় অফিস ভাঙচুর করা হয়নি। বরং মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাদের সমর্থকদের ওপর হামলা ও মারধর করা হয়েছে। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের মতামত পাওয়া জায়নি।

সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে টহল জোরদার করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এলাকায় অধিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি দেখা গেছে।

আলমডাঙ্গায় নির্বাচন পরবর্তী সংহিতায় আহত ১০

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী–এর স্থানীয় অফিস ও দলটির কর্মী-সমর্থকদের দোকানে হামলা ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।

পৃথক সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এক শিক্ষার্থীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানানো হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদী ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা গ্রামের ২ নম্বর ওয়ার্ডে নতিডাঙ্গা বাজার ও আশপাশের এলাকায় বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ৩টার দিকে হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ অনুযায়ী, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নেতাকর্মীরা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী–এর স্থানীয় ওয়ার্ড অফিসে ভাঙচুর চালান এবং দলটির কর্মী- সমর্থকদের কয়েকটি দোকানে লুটপাট করেন।

হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলোর মধ্যে রয়েছে নতিডাঙ্গার সুলাইমান মুদির দোকান, রাজুর মুদি ও চায়ের দোকান এবং ইমাদুল নাপিতের দোকান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দোকানের মালামাল উল্টে দেওয়া হয় এবং এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এ ঘটনায় স্থানীয় জামায়াত নেতারা তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের দ্রুত শনাক্ত ও সুষ্ঠু বিচারের দাবি করেছেন। তাদের অভিযোগ, ঘটনার পর এলাকায় কর্মী-সমর্থকরা হুমকির মধ্যে রয়েছেন এবং নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিকেল চারটার দিকে নতিডাঙ্গা এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি টহল দল উপস্থিত হয়।

অপরদিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের শ্রীরামপুর কেন্দ্রে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থীর বিজয় ঘোষণার পর একটি বিজয় মিছিল বের হয়। মিছিলটি জগন্নাথপুর ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

এ সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন। আহত বিএনপি সমর্থকদের মধ্যে রয়েছেন জগন্নাথপুর উত্তরপাড়ার মুকুল (৪৫), মিজান (৪০) ও রনি (২০)। জামায়াত সমর্থকদের মধ্যে আহত হয়েছেন হাসান (২২), লুৎফর (৬০), আবু বক্কর (৬৫), ইকরামুল (৫৫), শরিফুল (৪৫) ও আতিয়ার (৫৫)। সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন আলমডাঙ্গা উপজেলার কালীদাসপুর ইউনিয়নের জগন্নাথপুর উত্তরপাড়ার মো. রিফাত ওরফে শ্রমিক (২০)। তিনি কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়িতে এসে মিছিলে চাচার ওপর হামলা হতে দেখে তাকে রক্ষা করতে গেলে দুর্বৃত্তরা পিছন থেকে তার মাথায় আঘাত করে।

স্থানীয়রা রিফাত কে প্রথমে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার করা হয় এবং বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানানো হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, রিফাত কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নন।

ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে কালীদাসপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর বাজারে একটি চা-স্টলে ধাক্কাধাক্কিকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ সময় সাবেক চেয়ারম্যান নুর ইসলাম (৬২)–এর সঙ্গে স্থানীয়দের বাকবিতন্ডা হয় ।

নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং টহল জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে

প্রশাসন। এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষের খবর পাওয়া পেলে পুলিশ তাৎক্ষণিক উপস্থিত হয়, এখন নিয়ন্ত্রণে আছে পরিস্থিতি।লিখিত কোন অভিযোগ পাইনি, অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

ঝিনাইদহ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় আহত ১৩

ঝিনাইদহ-৪ আসনে নির্বাচন পরবর্তী পৃথক তিনটি সহিংসতায় কমপক্ষে ১৩ জন আহত হয়েছে। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী কার্যলয় ভাংচুর ও অগ্নীসংযোগ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর ও কালীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এসব হামলা ও পাল্টা হামলা ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা ১১টার দিকে কালীগঞ্জ শহরের নীমতলা বাসষ্ট্যান্ডের বাজার রোডে অবস্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নির্বাচনী কার্যালয়ে হামলা করে ব্যপক ভাংচুর করা হয়। এসময় খোকন, ইভন ও জবেদ আলী নামে তিন বিএনপি নেতাকে পিটিয়ে জখম করে।

আহত জবেদ আলীকে যশোর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জবেদ আলী কালীগঞ্জ পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক।

একই সময় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের ভিটশ্বর গ্রামের ধানের শীষের সমর্থকরা কাপপিরিচের সমর্থকদের উপর হামলা করে। এঘটনায় আকরাম হোসেন, ফজলুর রহমান, ফারুক হোসেন, নজরুল ইসলাম ও জাফর উদ্দীন নামে পাঁচজন জখম হয়। এরমধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জখম সবাইকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অপরদিকে একই ইউনিয়নের খড়াশুনি গ্রামে কাপপিরিচের সমর্থক কওসার বিশ্বাসের উপর হামলা করে আহত করে ধানের শীষের সমর্থকরা।

এর আগে সকালে কালীগঞ্জ উপজেলার কোলা বাজারের খালকুলা গ্রামে

ধানের শীষ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ধানের শীষের সমর্থক রবিউল শেখ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক কাপপিরিচ প্রতিকের মোশারেফ শেখ ও ইব্রাহিম শেখ আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে ঝিনাইদহের মহেশপুরে দুর্বৃত্তরা প্রেসক্লাব মহেশপুর কার্যালয় ভাঙচুরর ও লুটপাট করে। এদিন রাত ৯ টার দিকে উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের পাশেই অবস্থিত প্রেসক্লাব মহেশপুর কার্যালয়ে এ হামলা চালানো হয়।

এসব ঘটনায় কালীগঞ্জ থানার ওসি জেল্লাল হোসেন জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে ফোর্স পাঠিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। হামলার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ৩

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতাই বিএনপি সমর্থক্দের মামলায় জামায়াতের তিনজন গুরুত্বর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ শুক্রবার গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া বাজারে।

আহতরা হলেন-একই এলাকার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মোজাম্মেল হোসেনের ছেলে উজ্জ্বল হোসেন, ইয়ার আলীর ছেলে মাসুদ রানা ও ঝন্টু আলীর ছেলে জুয়েল আহমেদ।

আহত উজ্জ্বল হোসেন বলেন, আমরা বাজারে চায়ের দোকানে বসে কথা বলছিলাম এমন সময় বিএনপি সমর্থিত রিপন হোসেন আমাকে বলে জামায়াত এতো ভোট পাইলো কি করে? তারপর আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে রিপন ও তার লোকজন মিলে আমাদের উপর অর্তকিত হামলা চালায়।

এবং আমাদের বেধড়ক মারধর করে।

পরে স্থানীয়রা আমাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

স্থানীয় রকিব হোসেন বলেন, আমরা পাশের দোকানে বসে ছিলাম এমন সময় দেখি বেশ কয়েকজন মিলে ধস্তাধস্তি ও মারামারি করছে। আমরা পরবর্তীতে উভয় পক্ষকে থামিয়ে আহতদের চিকিৎসার জন্য গাংনী হাসপাতালে নিয়ে আসি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার বলেন, সংঘর্ষের ঘটনার তথ্য পেয়ে ঘটনা স্থলে পুলিশ পৌঁছেছে। বতর্মানে উক্ত এলাকার পরিস্থিতি সাভাবিক। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কে হাসবেন বিজয়ের হাসি, কে কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কে হাসবে বিজয়ের হাসি। সেই ক্ষণে উপস্থিত ভোটাররা। মেহেরপুর -১ আসনে সংসদ সদস্য হিসেবে মাসুদ অরুন না কি তাজ উদ্দীন আহমেদ বিজয়ী হবেন দিন পার হলেই ভোটের ফলাফলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। একই ভাবে মেহেরপুর-২ আসনেও আমজাদ হোসেন নাকি নাজমুল হুদা একই চিত্র ভোটের মাঠে। তবে নির্বাচনী ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এদিকে, মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন ভোট দেবেন মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এবং জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন ভোট দেবেন বল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে। এছাড়া সিপিবি প্রার্থী এ্যাড. মিজানুর রহমান ভোট দেবেন মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ ভোট দেবেন গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে।

এদিকে, মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন ও জামায়াত প্রার্থী গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল বাকী ভোট দেবেন দেবিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট পেবেন।

ঝিনাইদহে ভোট কেন্দ্রে পাঠানো হলো নির্বাচনী মালামাল

কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহে ৫’শ ৮৮টি কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে নির্বাচনী মালামাল। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টা থেকে জেলার ৬টি উপজেলা পরিষদ চত্বর হতে ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রিজাইডিং অফিসারের হাতে ব্যালট পেপারসহ বাকি উপকরণ বুঝে দেওয়া হয়।

ব্যালট পেপার, বাক্স, অমোচনীয় কালি, মার্কার ছিলসহ অন্যান্য সামগ্রী পুলিশি নিরাপত্তায় প্রতিটি কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলায় ৪টি আসনে ভোট কেন্দ্র আছে ৫’শ ৮৮টি। এর মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ কেন্দ্রের সংখ্যা ২’শ ৩৭ টি। জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ১৫ লাখ ৯৬ হাজার ৩’শ ৯৩ জন। জেলার ৪ টি সংসদীয় আসনে মোট ২১জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ জানান, ভোট গ্রহন নিরাপদ ও সুষ্টু করার জন্য জেলার ভোটকেন্দ্রগুলোতে প্রায় ১১ হাজার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে। এর মধ্যে রয়েছেন ৭ হাজার ৬’শ ৪৪ জন আনসার সদস্য, ১ হাজার ৬’শ ৪৪ জন পুলিশ সদস্য, ১ হাজার ২৯ জন সেনাবাহিনীর সদস্য, র্যাবের ৪৮ জন সদস্য, বিজিবির ২’শ ২২ জন সদস্য। এছাড়া ১২ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ১৬ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ একাধিক ভ্রাম্যমাণ স্ট্রাইকিং ফোর্স দায়িত্ব পালন করবেন।